তারিখ ... 08 AUG 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ২০ কলাম ... ৩ .....

যুগান্তর

এমপি'র রোষানলে পড়ে স্কুল ছাড়তে হল শিশু রাফিদকে

ময়মনসিংহ ব্যুরো

ময়মনসিংহের গৌরীপুরে স্থানীয় এমপির রোষানলে পড়েছে পৌর মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণীর মেধাবী শিক্ষার্থী মুতাসিম মাহির রাফিদ। স্কুলের প্রথম বালক হওয়ার পরও এমপির অনুমতি ছাড়া বাবার বদলির আদেশপ্রাপ্তির অপরাধে বলির পাঠা হতে হচ্ছে অবুঝ এ শিশুটিকে। বিনা অপরাধে শুধু এমপির নির্দেশে একদিকে স্কুল থেকে টিসি প্রদান অন্যদিকে পৌর এলাকার কোনো স্কুলে ভর্তির সুযোগ না দেয়ায় গত তিন মাস ধরে দ্বারে-দ্বারে ঘুরে ফিরছে শিশুটির পরিবার। শিশুর বাবা উপজেলার ধুরুয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক একেএম মাজহারুল আনোয়ার এমপির ডিও বা অনুমতি না নিয়ে বদলির আদেশ পেয়েছেন। এরপর থেকেই মাজহারুলের পরিবারের ওপর নানা অত্যাচার-নির্যাতন নেমে আসে। শুধু তাই নয় মাজহারুলকে শায়েস্তা করতে স্ত্রী পৌর মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষিকা রোজী সুলতানাকেও চাকরিচ্যুত করার হুমকি দেয়া হয়েছে। এমপির 'এইট্টি' বাহিনীর হামলার আতংকে পরিবারটি এখন পালিয়ে বেড়াচ্ছে।

শুক্রবার দুপুরে ময়মনসিংহ প্রেস ক্লাবে সংবাদ সম্মেলন করে গৌরীপুর আঞ্চলের সংসদ সদস্য ও সাবেক স্বাস্থ্য

রাফিদকে : পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ১

রাফিদকে : স্কুল ছাড়তে হল

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

প্রতিমন্ত্রী ডা. ক্যাপ্টেন (অব.) মুজিবুর রহমান ফকিরের বিরুদ্ধে নানা অত্যাচার-নির্যাতনের রোমহর্ষক কাহিনী তুলে ধরেন শিক্ষক একেএম মাজহারুল আনোয়ার ও তার স্ত্রী রোজী সুলতানা। মাজহারুল উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক।

সংবাদ সম্মেলনে মাজহারুল আনোয়ার এমপি নিজের ও তার পেটুয়া এইট্টি বাহিনীর রোমহর্ষক অত্যাচার-নির্যাতনের কথা তুলে ধরে কান্নায় ভেঙে পড়েন। তিনি বলেন, আমি ডিও লেটার না নিয়ে গত ৩১/০৩/২০১৫ তারিখে পৌর মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বদলির আদেশ পাওয়ায় ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন এমপি ডা. ক্যাপ্টেন (অব.) মুজিবুর রহমান ফকির। আমাকে স্কুল থেকে ধরে নেয়ার জন্য তিনি গত ৪ এপ্রিল এপিএস সাহাবুলের নেতৃত্বে বাহিনী পাঠান এবং প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির কার্যালয়ের চাবি দিতে বলেন। আমি স্কুলে না আসায় ক্ষুব্ধ হয়ে আমার একমাত্র সন্তান গৌরীপুর পৌর মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণীর মেধাবী শিক্ষার্থী মুতাসিম মাহির রাফিদকে স্কুল থেকে বের করে দেয়ার জন্য স্কুল কমিটির সভাপতি ম. নুরুল ইসলামকে নির্দেশ দেয়া হয়।

রাফিদ স্কুলে এলে দুই পা ভেঙে দেয়া হবে বলে হুমকি দেয় এমপির লোকজন। মাজহারুল বলেন, এসব শুনে রাফিদের স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে দেই। এরপর গত ২১/০৫/২০১৫ তারিখে রাফিদকে টিসি দেন ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক মকবুল হোসেন। বিষয়টি জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা ও উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তাকে অবহিত করা হলে তিনি রাফিদকে বাসার কাছে সরযুবালা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির আদেশ দিয়ে চিঠি পাঠান। কিন্তু সেখানেও ভর্তি করতে পারেননি এমপির নির্দেশের কারণে। আবেগাপ্লুত কণ্ঠে মাজহারুল আনোয়ার ও স্ত্রী রোজী সুলতানা বলেন, আমি অপরাধ করলে আমাকে শাস্তি দেয়া হোক, আমার মেধাবী সন্তানের কেন লেখাপড়া বন্ধ হবে? সে কেন পৌর এলাকার কোনো স্কুলে ভর্তি হতে পারবে না? স্কুলে যেতে পারবে না? তারা জানান, গত তিন মাস ধরে রাফিদের পড়াশোনা বন্ধ, দ্বিতীয় বার্ষিক পরীক্ষাও দিতে পারেনি। তাই আপনাদের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীকে আমাদের ওপর অত্যাচার-নির্যাতনের বিষয়টি অবহিত করতে চাই।

সংবাদ সম্মেলনে শিশু রাফিদ আকুতি করে বলে, স্যার, আমাকে স্কুলে ভর্তির সুযোগ করে দিন। আমি স্কুলে পড়তে চাই। স্কুল ছাড়া আমার ভালো লাগে না। সে আরও জানায়, এমপি স্যারকে বলে আপনারা আমাকে যে কোনো স্কুলে ভর্তির ব্যবস্থা করবেন।

মাজহারুল আনোয়ার বলেন, উদ্ভূত পরিস্থিতিতে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতা আহাম্মদ হোসেনসহ স্থানীয়দের দ্বারে দ্বারে ঘুরেও সমাধান পাইনি। শুধু তাই নয়, গত ৫ জুন এমপির বাহিনী আমাকে ৪ ঘণ্টা বাথরুমে আটকে রেখে অত্যাচার-নির্যাতন করে। এরপর ২২ জুলাই ছেলের ভর্তি অনুমতি ও আটকে রাখা মোটরসাইকেলটি চাইলে এমপি আবারও ক্ষুব্ধ হয়ে কলতাপাড়া সেবালয়ে আটকে রাখেন। পরে স্থানীয়রা এগিয়ে এসে আমাকে উদ্ধার করেন।